যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩৩ ... কলাম ... ৬ ......

শিক্ষা অফিসারকে ম্যানেজ করেই চলছে কোচিং বাণিজ্য

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

শ্রীনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ম্যানেজ করে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ নিয়ে চলছে রমরমা কোচিং বাণিজ্য। সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কোচিং বাণিজ্য চললেও যেন দেখার কেউ নেই। অবৈধ এ কোচিং বাণিজ্যের ফাঁদে পরে অসহায় হয়ে পড়ছেন দরিদ্র অভিভাবকরা। গত এক সপ্তাহে উপজেলার সদরের ১নং মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কামারগাঁও এলাকার চৌধুরী বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালাশুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগন্নাথ পট্টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাঢ়ীখাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফুলকুচি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৭টা থেকে ১২টা ও বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঘুরে দেখা গেছে, অভিন্ন চিত্র। প্রতিটি বিদ্যালয়ের চারি পাঁচটি শ্রেণী কক্ষ ব্যবহার করে দেদারসে চলছে অবৈধ কোচিং বাণিজ্য। এক একটি ব্যাচে রয়েছে ৩০/৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী। সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে একাধিক শিক্ষক কৌশলে সটকে পড়লেও বাকিরা জানান, যা কিছু হচ্ছে তা উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে ম্যানেজ করেই হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এক একটি শ্রেণী ভেদে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নেয়া হচ্ছে ৫শ' থেকে ৮শ' টাকা। এতে দরিদ্র অভিভাবকরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। চৌধুরী বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গিয়ে দেখা যায়, ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দুলাল মৃধা ও নিতাই চন্দ্র দাস মিলে ৪টি কক্ষে কোচিং করাচ্ছেন। সাংবাদিক দেখে শিক্ষক দুলাল মৃধা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলেন, তিনি ভাগ্যকূল ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি। এখানে তার বাইরে কারও কথা চলবে না। স্থানীয় অভিভাবকরা জানান, ওই শিক্ষক তার স্ত্রীর দায়ের করা নারী নির্যাতন মামলায় জেল খেটেছেন। তার স্ত্রীও অপর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু আরেকজন শিক্ষককে পিটিয়ে জেল খাটলেও উপজেলা শিক্ষা অফিসারের স্নেহভাজন হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় ব্যবস্থা হয়নি। শিক্ষক নিতাই দাস সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, যা কিছু হচ্ছে উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে মাসোয়ারা দিয়েই হচ্ছে। আপনারা তার সঙ্গে কথা বলেন। বিদ্যালয়ে কোচিং করানো বিষয়ে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সেলিনা আক্তারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, সারা দেশে যা হচ্ছে এখানেও তা-ই হচ্ছে। আপনারা অন্যগুলোর খবর নেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জিএম লতিফ বলেন, রমজানে স্কুল বন্ধ থাকায় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং করানোর মৌখিক নির্দেশনা রয়েছে। তবে তা বাধ্যতামূলক করে অর্থ নেয়ার বিষয়টি অনৈতিক। শিক্ষা অফিসারকে মাসোয়ারা দেয়ার বিষয়টি কোচিং পরিচালনাকারী একাধিক শিক্ষক স্বীকার করলেও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জামাল উদ্দিন মাসোয়ারা নেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন, দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় প্রাইভেট পড়ানোর নির্দেশনা রয়েছে।